



দুর্বা ঘাস কনে পূজায় লাগে?

দুর্বাসুর নামে এক অসুর ছিলেন। কিন্তু সে অসুর হয়েও কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। আর দুর্বাসুরের মা মোটেও কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন না।

দুর্বাসুরের বাবা, ভাই সকলে দেবতাদের হাতে মারা গিয়েছিলেন। এই জন্ম, দুর্বাসুরের মা সবসময় চাইতেন, দেবতাদের স্বর্গ রাজ্য ধ্বংস ও দেবতার মারা যাগ।

একদিন দুর্বাসুরের মা দুর্বাসুরকে বললেন; তুই ত্রিদিবের তপস্যা করে (ব্রহ্মা বষ্ণু শিবের) অমরত্ব বর লাভ করে, ত্রিলোক জয় করে আয়। এবং আমি এই ত্রিলোকে রাজ মাতা হবো; এটা আমার তোর উপর আদেশ।

মায়ের কথা মত, দুর্বাসুর নরিজনে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। হাজার বছর তপস্যা করলো কিন্তু সেই তপস্যা ভাঙল না। তার সমস্ত মাংস পঁচে খসে উয়পিকায়, পোকামাকরে খেয়ে নিয়েছে তার হাড় ও খসে পড়ে মাটিতে মশি গছে এখনও সেখান থেকে ত্রিদিবের নাম উচ্চরতি হচ্ছে। এই সময় দেবতার ও ভয় পয়ে গলে দুর্বাসুরের তপস্যায় তাই তারা তার তপস্যা ভাঙার বিভিন্ন কৌশলের সাহায্য; নিয়েও ব্যর্থ হল।

অবশেষে; ত্রিদিবে এসছে - ব্রহ্মা তাঁর কমন্ডুলের জল ছটিয়ে দিয়ে রক্ত মাংস এক করে আগের রূপ দলিলেন। এবং বর প্রার্থনা করতে বললেন:-

দুর্বাসুর বললেন" প্রভু আমি মাতৃ আজ্ঞার জন্ম এ তপস্যা করছি। আমার মা বলছেন- অমরত্বের বর নিয়ে আসতে। তাই আমি এ কঠোর তপস্যা করছি। আমি জানি" হে গোবিন্দ, আমাকে যদি আপনারা অমরত্ব বর দেন তাহলে আমার মা আমাকে দিয়ে আবারো খারাপ কাজ করাবে।

তাই হে গোবিন্দ, আমাকে এমন বর দেন আমি অমর ও হতে পারি, আপনাদের সর্বোয় ও লাগতে পারি, এবং আমার দ্বারা যেনে জগতের কারও অনিষ্ট না হয়।

দুৰ্বাসুৰেৰে কথায়, ত্ৰদিবেৰা সন্তুষ্ট হলে বললে " হে দুৰ্বা সুৰ শূধু ত্ৰদিবে না, জগতে সকল দেবে দেবেৰি সবেয় তুমি লাগবে, এই আশিৰ্বাদ কৰলাম।

দুৰ্বাসুৰ বললে কভাবে প্ৰভু" ভগবান বললে," হে দুৰ্বাসুৰ তুমি দুৰ্বা ঘাসে পৰনিত হবে এবেং সকল দেবেতাৰ পূজায় তোমাকে প্ৰয়োজন হবে।

আজ অক্ষয় তৃতীয়ায় তোমাকে অক্ষয় বৰ প্ৰদান কৰলাম। জগতে সবাই মাৰা যাবে কন্তু তুমি দুৰ্বা ঘাস ৰুপি দুৰ্বাসুৰ কখনো মাৰাযাবে না। অমর হয়ে থাকবে, এই পৃথিবীতে।

পূজা কৰতে দুৰ্বাৰ পাতা লাগে তনিটি এই তনিটি পাতায় ব্ৰহ্মা, বশিষ্ঠ, শিবি অবস্থান কৰে। এই জগতে যত শূভ কাজ হবে এই ত্ৰদিবেকে ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ভগবান বললে "আজ থেকে যত শূভ কাজ হবে এই দুৰ্বা ছাড়া কোন আশীৰ্বাদ হবে না।"

